POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2021

एम.टी.टी.-002 : बांग्ला-हिन्दी अनुवाद : तुलना और पुनःसृजन

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : ***सभी*** *प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।*

1. निम्नलिखित में से किन्हीं ***दो*** प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए : *2×10=20*

(a) मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट करते हुए बांग्ला और हिन्दी लोकोक्तियों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए ।

(b) गद्य में रूपकों या उपमाओं से आप क्या समझते हैं ? हिन्दी और बांग्ला में रूपकों की प्रकृति स्पष्ट कीजिए ।

(c) बांग्ला और हिन्दी की साहित्यिक-सांस्कृतिक परंपरा में कितनी निकटता रही है, स्पष्ट कीजिए ।

2. निम्नलिखित बांग्ला पदों/शब्दों के हिन्दी पर्याय लिखिए : *5*

আলোচনা, রাগ, ঘায়ের, রান্নাঘর, লুচি, বউ, ঘোমটা, কাসুন্দি, আর, জন্য

3. निम्नलिखित हिन्दी पदों/शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : *5*

बारात, लगभग, उठिए, गृहस्थी, महत्त्वपूर्ण, छुट्टी, माहौल, चलिए, रिश्तेदार, बहुधा

4. निम्नलिखित कहावतों/मुहावरों में से किन्हीं ***पाँच*** का हिन्दी अनुवाद करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए : *5×3=15*

(a) ঘরের শত্রু বিভীষণ

(b) ঘটে নেই বুদ্ধি

(c) গা জ্বালানো

(d) গায়ের ঝালা ঝাড়া

(e) ছোটো মুখে বড় কথা

(f) চোখে সর্ষে ফুল দেখা

(g) পথের কাঁটা

(h) প্রান খুলে

(i) তিল তিল করে

(j) মুখে কালো হয়ে যাওয়া

5. निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किन्हीं ***तीन*** का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : *3×15=45*

(a) শিলাদিত্য চীৎকার করে জেগে উঠলেন । তখন ভোর হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ রথে চড়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে সূর্যমন্দিরে উপস্থিত হলেন; দেখলেন ভীমের বর্ম-দুখানার মতো মন্দিরের দুখানা কপাট একেবারে বন্ধ — কতকালের লতাপাতা সেই মন্দিরের দুয়ার যেন লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছে । শিলাদিত্য নিজের হাতে সেই লতাপাতা সরিয়ে মন্দিরের দুয়ার খুলে ফেললেন — দিনের আলো পেয়ে এক ঝাঁক বাদুড় ঝটপট করে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল । শিলাদিত্য মন্দিরে প্রবেশ করলেন; চেয়ে দেখলেন, যেখানে সূর্যদেবের মুর্তি ছিল, সেখানে প্রকাণ্ড একখানা অন্ধকার, কালো পর্দার মতো সমস্ত ঢেকে রেখেছে । শিলাদিত্য ডাকলেন — ''গায়েবী ! গায়েবী ! কোথায় গায়েবী ?'' অন্ধকার থেকে উত্তর এল — ''হায় গায়েবী ! কোথা গায়েবী !'' শিলাদিত্য মশাল আনতে হুকুম দিলেন; সেই মশালের আলোয় শিলাদিত্য দেখলেন — উত্তর-দিকটা শূন্য করে সূর্যমূর্তির সঙ্গে-সঙ্গে মন্দিরের আধখানা যেন পাতালে চলে গেছে;

কেবল কালো পাথরের সাতটা ঘোড়ার মুণ্ডু বাসুকির ফণার মতো মাটির উপরে জেগে আছে । যে-ঘরে শিলাদিত্য গায়েবীর সঙ্গে খেলা করেছেন, যে-ঘরে সারাদিন খেলার পর দুটি ভাই-বোন গুর্জর দেশের গল্প শুনতে-শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন, যেখানে দেবদারু গাছের মতো পিতলের সেই আরতি-প্রদীপ ছিল, সে সকল ঘরের চিহ্নমাত্র নেই । শিলাদিত্য সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলেন — ''গায়েবী ! গায়েবী !'' তাঁর সেই করুণ সুর, সেই অন্ধকার গহ্বরে ঘুরে-ফিরে ক্রমে দুর থেকে দুরে, পাতালের মুখে চলে গেল । গায়েব নিঃশ্বাস ফেলে রাজমন্দিরে ফিরে এলেন ।

(b) মরুপারে দশমাস দশদিন পুর্ণ হলে সন্ন্যাসিনী রানীর কোলে অন্ধকার গুহায়, রাজপুত্রের জন্ম হল । নাম রইল গোহ ।

রানী পূষ্পবতী সেইদিন বীরনগর থেকে তাঁর ছেলেবেলার প্রিয়সখী ব্রাহ্মণী কমলাবতীকে ডেকে পাঠিয়ে সেই আশিজন রাজপুত বীরের সম্মুখে তাঁর বড় সাধের রাজপুত্র গোহকে সঁপে দিয়ে বললেন — ''প্রিয় সখী, তোমার হাতে আমার

গোহকে সঁপে দিলুম, তুমি মায়ের মতো একে মানুষ কোরো ! তোমায় আর কি বলব ভাই ? দেখ রাজপুত্রকে কেউ না অযত্ন করে ! অ্যুর ভাই, যখন চিতার আগুনে আমার এই দেহ ছাই হয়ে যাবে, তখন আমার সেই এক মুঠো ছাই কার্তিক পুর্ণিমায় কাশীর ঘাটে গঙ্গাজলে ঢেলে দিও — যেন আমাকে জন্মান্তরে আর বিধবা না হতে হয় ।'' ঝরঝর করে কমলাবতীর চোখে জল পড়তে লাগল ।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সেই আশিজন রাজভক্ত রাজপুত চন্দনের কাঠে চিতা জ্বালিয়ে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল : শিলাদিত্যের মহিষী, রাজপুত রানী, সন্ন্যাসিনী, সতী পুষ্পবতী হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন । দেখতে-দেখতে ফুলের মতো সুন্দর পুষ্পবতীর কোমল শরীর পুড়ে ছাই হল । চারিদিকে রব উঠল — ''জয় মহারানীর জয় !'' কমলাবতী ঘুমন্ত গোহকে এক কোলে, আর সেই ছাই মুঠো এক হাতে নিয়ে চোখের জল মুছতে-মুছতে বীরনগরে ফিরে গেলেন; সঙ্গে-সঙ্গে সেই আশিজন রাজপুত-বীর রাজপুত্রকে ঘিরে সেদিন থেকে বীরনগরে বাসা নিলেন ।

চন্দ্রাবতীর রাজরানী অনেকবার গোহকে চন্দ্রাবতীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বল্লভীপুরের তেজস্বী সেই রাজপুত-বীরের দল গোহকে কিছুতেই ছেড়ে দেননি । তাঁরা বলতেন — ''আমাদের মহারানী আমাদের হাতে রাজপুত্রকে সঁপে গেলেন, আমরাই তাঁকে পালন করব । বল্লভীপুরের রাজকুমার বল্লভীপুরের রাজপুতদের রাজা হয়ে এই মরুভূমিতেই থাকুন । এই তাঁর রাজপ্রাসাদ ।''

(c) ইন্সাপক্টার বিপত্তারণ কুন্ডু 'ক্লিক ক্লিক' শব্দ করে ফোটো তুলছেন বাক্সটার । চক্কর নিয়ে ঘুরছেন চারপাশে । ভারপর সঙ্গে আসা কনস্টেবল লোকনাথ মুন্সিকে হুকুম দিয়ে বললেন, ''লোকনাথ, বাক্সটা খোলো এবার ।''

নাদুসনুদুস চেহারার লোকনাথ মুন্সি ঢুলছিল এতক্ষণ বড়বাবুর অর্ডার শুনে ঢোক গিলল, ''আমি খুলব স্যার ?''

''কেন ? ভয় করছে ?''

''না মানে...''

ধমক দিলেন বড়বাবু, ''পইপই করে ওই জন্য বলি, দেওয়ালিতে কেবল তারাবাজি আর সাপবাজি না ফাটিয়ে একটু পটকা ফাটাও । শোনো আমার কথা ?''

লোকনাথ মুন্সি আমতা-আমতা করে বলল, ''আসলে স্যার খুব জোর শব্দ হলে আমার কানে তাল লেগে যায় তিন-চারদিন কিছু শুনতে পাই না । তাই...''

পুলিশ ডাকার আইডিয়াটা কাকুর । কাকু বলেছিলেন, ''এসব বাক্স হাত না দেওয়াই ভাল । পুলিশকে খবর দিচ্ছি । ওদের কাছে বোম ভিফিউয় করার যন্ত্র থাকে ।''

কিন্তু কোথায় সেই যন্ত্র ?

পুলিশ বলতে এতদিন আমাদের ধারণা ছিল ইয়া লম্বা চেহারা, বড়-বড় চোখ্, মোটা গোঁফওয়ালা এক ধরনের রাগী মেজাজের মানুষ । যাদের কাছে চোর-ডাকাতকে পাকড়াও করা বাঁয়ে হাত কা খেল । কিন্তু ইন্সপেক্টর বিপত্তারণ বা লোকনাথকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে ? বরং মনে হচ্ছে চোর-ডাকাত তো দূরের কথা, সামানা বড়দাদাভাই

যদি জামা খুলে ওদের সামনে দাঁড়ায় তা হলেই ওরা ভয়ে পালিরে যাবে !

মিথ্যে বলব না, জিম করে করে বড়দাদাভাইয়ের চেহারাটা সত্যিই এখন অরণ্যদেবের মতো হয়ে গিয়েছে । স্নান করার সময় সর্ষের তেল মেখে বড়দাদাভাই যখন পেশি ফুলিয়ে রোজ ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ায়, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি আমরা । কী বড়-বড় হাতের গুলি ! মনে হয় পেশি নয়, চামড়ার ভিতর যেন বড়-বড় কোলা ব্যাঙ ঢুকে বসে আছে ! ইচ্ছে আছে বড় হয়ে আমিও জিম করব । বড়দাদাভাইয়ের মতো চেহারা বানাব ।

(d) না, সুরুজ কুমার যাবে সাগরে । তাই তো জাহাজ সাজে, ডিঙা সাজে বহরে । সারেং সাজে, মাঝি সাজে বন্দরে । শানাই বাজায় শানাইদার । শিঙা ফোঁকে শিঙাদার । শিঙাদারের শিঙা দশদিশি জাগিয়ে বেজে উঠতেই সাগর পানে মেলা করে সুরুজ কুমার । সাথে চলে হাজার জাহাজ আর হাজার কাহন ডিঙার বহর । মাস্তুলে তিন ঘুন্টির সাতরঙা পাল । মাঝিদের হাতে ধরা দক্ষিণ-মুখো হাল ।

সাগরের গা-জুড়ানো বাতাস পালে লাগতেই শাঁ-শাঁ করে ছুটতে থাকে জাহাজের বহর । পংখিবাজের মতন ঢেউ ভেঙে উড়ে চলতে থাকে ডিঙার লহর

তীরে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে চায় সুরুজ কুমারের বোনে আর মায় । কিন্তু কুমার পিছু-পানে চায় না । তাহলে য়ে প্রাণে মানবে না ।

এক মাসের পথ এক পহরে যায় বহর । এক বছরের পথ এক তিথিতে যায় মাঝি-মাল্লা আর লশ্‌কর ।

সামনে পড়ে ধলা পানির এক পাথার । চোখ দিয়ে চাইতেই চোখে লাগে অমানিশার আঁধার । দিক্ ঠিক করতে পারে না সারেং । হাল ঘোরাতে পারে না মাঝি

আগের জাহাজ পিছে পড়ে । পিছের জাহাজ পাশে সরে । ডিঙায়-ডিঙায় ঠোঁকাঠুকি । পালে-পালে হুটোপুটি । ঢেউয়ের তোড়ে ডুবো-ডুবো জাহাজ । ডুবো-ডুবো ডিঙা । মাঝিরা দোহাই পাড়ে । হাত রাখে দাঁড়ে-দাঁড়ে । কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না । আঁধার আর সরে না ।

তখন হাত পেতে সায়রে, সেই ঘোর ঘোর আঁধারে এক আঁজলা পানি তুলে নেয় সুরুজ কুমার । তার এক্ ঢোক খায় । আরেক ঢোক ছিটায় ।

অমনি নিমিষে কেটে যায় আঁধারের ঘোর । আর ঝিকিয়ে ওঠে ঝক্ঝকে্ রোদ্দুব । আবার হন্হনিয়ে চলতে থাকে বহর । পাড়ি দিয়ে চলে এক ডহর থেকে আরেক ডহর । তারপর এক তিথির এক পাড়ি ।

সেই পাড়ি পার হতেই কালা পানির এক মহাসায়র । ভোমরের গায়ের মতন সেই পানির বরন । পাগলা ঘোড়ার মতন সেই সোঁতের গড়ন । কিছুই চোখে পড়ে না সামনে, ডানে-বাঁয়ে ।

(e) চার নম্বর আদালত কক্ষে অভিযুক্ত, উকিল, মক্কেল, সাক্ষী আর মজা-দেখার জন্যে লোকের ভীড়ে গিজগিজ করছিল । সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছিল, কিন্তু বিচারকের আসন তখন পর্যন্ত শূন্য ।

এই আদালতেই আজ ট্যাক্সি ড্রাইভার বিক্রমের এগারো দফা হাজিরা দেওয়ার দিন । গত চার মাস ধরে এই আদালতের সামনে তাকে এগারো বার পেশ করা হয়েছে, আর প্রতিবারই তার পেশ-হওয়ার তারিখ পিছিয়ে গিয়েছে । তার কেসও আর কোর্টে ওঠে না । গত চার মাস ধরে সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আদালতে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে এবং এই চার মাসে সে এগারো দিন গাড়ি চালাতে পারেনি । ট্যাক্সি চালাতে না পারলে বাড়ির খরচ-খরচা, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়া, মুদির কাছ থেকে জিনিস আন চলে কী করে — চলে শুধু বৌয়ের মুখ ।

খুব একটা জবরদস্ত মোকদ্দমা ওর ছিল না । শহরের সবচেয়ে একজন বড় লোকের কারের পাশ কাটিয়ে ও তীব্র বেগে বেরিয়ে যায় আর হজার চেষ্টা সত্বেও ঐ গাড়িকে সে আগে বেরিয়ে যেতে দেয় না । আসলে বড়লোকের গাড়িকে সে তার আগে বেবুতে দেয়নি । এতে বিক্রমের ট্যাক্সি থেকে তার হাতের কুশলতা ছিল অনেক বেশী । মেশিন তো মানুষের হাতেই চলে, কিন্তু বড়

লোকেরা একথা হামেশাই ভুলে যায় । মামুলি এক ট্যাক্সিওয়ালার এই বেয়াদপিতে শহরের এই বড়লোক ভীষণ ক্ষেপে যান । পরবর্তী চৌকিতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তিনি ট্যাক্সি ইনেসপেকটারের কাছে একগুঁয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারের বিবুদ্ধে নালিশ বরে দেন ।

6. निम्नलिखित अंशों में से किसी ***एक*** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : *1×10=10*

(a) बिंदा मेरी उस समय की बाल्यसखी थी, जब मैं जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था । अपने नाना और दादी के स्वर्ग-गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की आलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उन्हें देखने जाऊँगी । न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मर कर कभी न लौट सकने का नियम जाना । ऐसी दशा में, छोटे-छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती । मेरा सांसारिक अनुभव भी बहुत संक्षिप्त-सा था । अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद कुतिया सीढ़ियों के नीचे वाली अँधेरी कोठरी में आँख मूँदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो

उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता-भरी मैत्री पर पानी फेर देता था । भूरी बिल्ली भी अपने चूहे जैसे निःसहाय बच्चों को तीखे पैने दाँतों में ऐसी कोमलता से दबाकर लाती, ले जाती थी कि उन्हें कहीं एक दाँत भी न चुभ पाता था । ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी-छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े-मकोड़ों को भी मैं कई बार देख चुकी थी । बछिया को हटाते हुए ही रँभा-रँभा कर घर-भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी । एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और दूसरे की उँगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार-द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ माँगती रहती थी । अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने-पिलाने, सुलाने, आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्त्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम 'माँ' नामक जीवों को सौंपा गया है ।

(b) ईरानी चेहरे-मोहरे और डीलडौल का साफ-सुथरा एवं आकर्षक व्यक्ति था । परंपरा के अनुसार वह जहाँगीर के दरबार में हाज़िर हुआ । जहाँगीर ने स्नेह के साथ उसे अपने तख्त के निकट बुलाया । ईरानी ने अपना अहोभाग्य समझा । तख्त के पास जाकर कार्निश की ओर सिर झुकाकर खड़ा हो गया ।

'मैं बहुत खुश हुआ । मेरे प्यारे भाई मजे में हैं न ?' जहाँगीर ने ईरान के शाह के संबंध में पूछा । कितना मनमुटाव दोनों में हो, एक-दूसरे को भाई कहते थे ।

वैसे ही सिर झुकाए ईरानी ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, 'जहाँपनाह की मेहरबानी जिस पर बरसती रहे, वह क्यों न मजे में रहेगा !'

जहाँगीर अपनी जड़ाऊ कमरपेटी पर हाथ रखे था । हाथ वहाँ से हटा । उसकी चुटकी में कुछ था । ईरानी ने नहीं देखा ।

'सिर ऊँचा करो ! मैं ईरानियों की जवाँमर्दी का कायल हूँ ।' जहाँगीर ने मृदुलता से कहा ।

उसका झुका हुआ सिर तख्त से नीचे पड़ता था । सिर उठाया । सिर तख्त से अंगुल-दो अंगुल ऊँचा हो गया । ईरानी की आँखों में विनय थी और होठों पर स्वाभिमान की हल्की मुस्कान । जहाँगीर का चुटकी वाला हाथ ईरानी के कान के पास आया, मानो उसके सिर को छूकर बरकत बरसाना चाहता हो ।

अगले ही पल जहाँगीर की चुटकी ईरानी के कान को छूकर पीछे हट गई । उसके मुँह से दबी हुई हल्की चीख निकली । होठों की वह मुस्कान खींच ले गई और आँखों के डोरे लाल हो गए । ईरानी का हाथ सहसा अपने कान के उस स्थान पर जा पहुँचा, जिसे

जहाँगीर की चुटकी छूकर अलग हो गई थी । जहाँगीर का चुटकी वाला हाथ फिर कमरपेटी पर आ पहुँचा था । ईरानी ने अपने कान को टटोला, मला । खून की कुछ बूँदें झलक आईं, जिन्हें उसकी उँगलियों ने पोंछ डाला । माथे पर पसीना आ गया । उसकी आँखें जहाँगीर के उस हाथ की उँगलियों पर गईं । जहाँगीर की उँगलियाँ एक लंबी पैनी सुई कमरपेटी के छेद में खोंस रही थी ।